সাপ্তাহিক পুস্তিকা: ৪১২
WEEKLY BOOKLET:412

আমীরে আহলে সুন্নাতের বড় ভাই

আমীরে আহলে সুন্নাতের পরিবার ০৫
বড় ভাইয়ের বিয়ে ০৯
দুঃখজনক সংবাদ ১৪
নিকটতম বন্ধুর প্রতিক্রিয়া ১৯

প্রথমে এটি পড়ুন

শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, দাওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী مُدَّ ظِلُّهُ الْعَالِي এর পিতা-মাতার জীবনীর সম্পর্কে আল মদীনাতুল ইলমিয়া (ইসলামিক রিসার্চ সেন্টার, দাওয়াতে ইসলামী) থেকে প্রকাশিত পুস্তিকাসমূহ, যথা: "ফয়যানে আবু আত্তার" এবং "ফয়যানে উম্মে আত্তার" এরপর এখন আপনাদের খিদমতে উপস্থাপন করা হচ্ছে পুস্তিকা "আমীরে আহলে সুন্নাতের বড় ভাই"।

আপনারা এই পুস্তিকায় আমীরে আহলে সুন্নাতের পরিবারের (ভাই-বোন ইত্যাদির) জীবন বৃত্তান্ত পড়তে পারবেন। আমীরে আহলে সুন্নাতের পিতা তাঁর শৈশবেই ইন্তেকাল করেছিলেন, তিনি কলম্বো (শ্রীলঙ্কা)-তে চাকরি করতেন। আমীরে আহলে সুন্নাতের দুই বা তিন বোনের বিয়েও কলম্বোতে হয়েছিল। আমীরে আহলে সুন্নাত সব ভাই-বোনের মধ্যে ছোট। কলম্বোবাসী বোনদের থেকে দূরে থাকার কারণে তাঁদের সাথে বেশি সময় কাটেনি। তিনি مُدَّ ظِلُّهُ الْعَالِي তাঁর জীবনের বিভিন্ন পর্যায় শৈশব, কৈশোর ও যৌবন করাচী (পাকিস্তান)-এ মরহুমা আম্মাজান, বড় ভাই ও অন্য দুই বোনের সাথে কাটিয়েছেন। আমীরে আহলে সুন্নাত মাদানী মুযাকারা ইত্যাদিতে মাঝে মাঝে তাঁর জীবনের সেই দিকগুলো সম্পর্কে বিভিন্ন ঘটনা ইত্যাদি বর্ণনা করেন, যা একত্রিত করে এই পুস্তিকাটি প্রস্তুত করা হয়েছে। আমীরে আহলে সুন্নাতের প্রতি ভালবাসা ও ভক্তি পোষণকারীদের জন্য এই পুস্তিকাটি অত্যন্ত তথ্যবহুল প্রমাণিত হবে। اِنْ شَآءَ الله

اَلسَّلَامُ مَعَ الْاِكْرَام

মদীনার বিরহ এবং বকী ও
বিনা হিসেবে মাগফিরাতের আকাঙ্ক্ষী
আবু মুহাম্মদ তাহির আত্তারী মাদানী
সাপ্তাহিক পুস্তিকা অধ্যয়ন বিভাগ

www.dawateislami.net

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى خَاتَمِ النَّبِيّٖنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

আমীরে আহলে সুন্নাতের বড় ভাই

খলীফায়ে আমীরে আহলে সুন্নাতের দোয়া: হে দয়ালূ আল্লাহ! যে কেউ এই **"আমীরে আহলে সুন্নাতের বড় ভাই"** পুস্তিকাটি পড়ে বা শুনে নিবে, তাকে এবং তার পুরো পরিবারকে নেককার নামাযী ও সত্যিকার আশিকে রাসূল বানিয়ে দাও এবং তার প্রতি চিরদিনের জন্য সন্তুষ্ট হয়ে যাও।

اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

দরূদ শরীফের ফযীলত

আল্লাহ পাকের সর্বশেষ নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি আমার প্রতি একবার দরূদ শরীফ পাঠ করে, আল্লাহ্ পাক তার প্রতি দশটি রহমত অবতীর্ণ করেন এবং যে আমার প্রতি দশবার দরূদ শরীফ পাঠ করে, আল্লাহ্ পাক তার প্রতি একশটি রহমত অবতীর্ণ করেন এবং যে আমার প্রতি একশবার দরূদ শরীফ পাঠ করে, আল্লাহ্ পাক তার উভয় চোখের মাঝখানে লিখে দেন যে, এই ব্যক্তি মুনাফিকী ও জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্ত এবং কিয়ামতের দিন তাকে শহীদদের সাথে রাখবেন।

(আল-মুজামুল আওসাত, খণ্ড ৫, পৃষ্ঠা ২৫২, হাদীস: ২৭৩৫)

www.dawateislami.net

পড়তা রাহুঁ কসরত সে দুরু দ উন পে সদা মে,
অউর যিকর কা ভি শওক পায়ে গাউস ও রযা দে।

(ওয়াসায়েলে বখশিশ, পৃষ্ঠা ১১৪)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

কাল্পনিক উদাহরণ

একবার এক ব্যক্তি একটি চোরাবালিতে (Quagmire অর্থাৎ এমন ভূমি যা পানির কারণে এত নরম ও আঠালো হয়ে গেছে যে তাতে পা ডুবে যায়) আটকে গিয়েছিল, অনেক চেষ্টা করেও বের হতে পারছিল না। এমন সময় তার পাশ দিয়ে এক ব্যক্তি যাচ্ছিল, যার হাতে পিস্তল (Pistol) ছিল। সে চোরাবালিতে আটকে থাকা ব্যক্তিকে দেখে বলতে লাগল: আপনি খুব কষ্টে আছেন? এভাবে ধুঁকে ধুঁকে মরার চেয়ে আমি আপনাকে গুলি করে দিই, এই বলে সে চোরাবালিতে আটকে থাকা ব্যক্তির দিকে নিশানা তাক করলো। তখন সে তার সর্বশক্তি প্রয়োগ করে চোরাবালি থেকে বেরিয়ে আসল। পিস্তলধারী ব্যক্তি তার পিস্তল একপাশে ফেলে হেসে তাকে বলতে লাগল: আমি তোমাকে মারতে চাইনি, বরং আমি এজন্য তোমার দিকে নিশানা তাক করেছিলাম যে, তুমি চোরাবালি থেকে বের হওয়ার জন্য সঠিকভাবে চেষ্টা করছিলে না। এখন যখন তোমার প্রাণের উপর বিপদ এসেছে, তখন তুমি সর্বশক্তি প্রয়োগ করেছ এবং চোরাবালি থেকে বের হতে সফল হয়েছ।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এই কাল্পনিক ঘটনা থেকে এই শিক্ষা পাওয়া যায় যে, মানুষ যখন কোনো উদ্দেশ্য অর্জন করতে চায়, তখন তার জন্য চেষ্টাও সেভাবে করতে হয়। দ্বীনি কাজ হোক বা কোনো দুনিয়াবী বিষয়, পরিশ্রম ও চেষ্টা ছাড়া আপনি কাঙ্ক্ষিত (অর্থাৎ যেমন আপনি চান

www.dawateislami.net

তেমন) ফলাফল পাবেন না। কিছু ইসলামী ভাই এভাবে দোয়া করায় এবং আফসোস করতে দেখা যায় যে, আমি নেককার হতে চাই কিন্তু নেককার হতে পারছি না, গুনাহ থেকে বাঁচতে চাই কিন্তু বাঁচতে পারছি না। যদিও এই দোয়া করানো এবং আকাঙ্ক্ষা করা খুবই ভালো, কারণ এই আকাঙ্ক্ষাও সকলের নসীব হয়না। কিন্তু এটা চিন্তা করা উচিত যে, নেককার হওয়ার জন্য এবং গুনাহ থেকে বাঁচার জন্য এমন পরিবেশে থাকতে হবে, যা নেকীতে পরিপূর্ণ। এবং গুনাহ থেকে বাঁচানোর মতো হয়। আমীরে আহলে সুন্নাত, দাওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী مُدَّ ظِلُّهُ الْعَالِي বলেন: যে কেউ আগুনে হাত দেবে এবং বলবে যে, আমার হাত যেন না পুড়ে, তা হতে পারে না। কেউ নর্দমার নোংরা পানিতে পড়বে এবং বলবে যে, আমার গায়ে যেন ময়লা না লাগে, তা সম্ভব নয়। তাই নেককার হওয়ার জন্য নেককার ও সুন্নাতের উপর আমলকারী, আশিকানে রাসূলের সাহচর্যে (Company) থাকা আবশ্যক এবং গুনাহ থেকে বাঁচার জন্য গুনাহে ভরা পরিবেশ, গুনাহের প্রতি আহ্বানকারী বন্ধুদের সাহচর্য ত্যাগ করতে হবে, তবেই আপনি আপনার উদ্দেশ্য "নেককার হওয়া"-তে সফল হতে পারবেন। নতুবা মনে রাখবেন! যবের ফসল বুনে তা থেকে গম পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা করা বৃথা। আল্লাহ্ পাক আমাদেরকে প্রকৃত অর্থে নেককার ও সুন্নাতের প্রতিচ্ছবি বানিয়ে দিক।

মিল নেহী সাকতী নিকাম্মো কো যমানে মে মুরাদ,
কামিয়াবী কি জো খোয়াহিশ হো তু মুহাব্বাত চাহিয়ে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

আমীরে আহলে সুন্নাতের পরিবার

এইমাত্র যে চোরাবলিতে আটকে থাকা ব্যক্তির ঘটনা বর্ণনা করা হল, তা আমীরে আহলে সুন্নাতকে তাঁর বড় ভাই "আব্দুল গণী সাহেব" শুনিয়েছিলেন, যা কিছু শব্দ পরিবর্তন সহকারে উপস্থাপন করা হয়েছে। আমীরে আহলে সুন্নাত, দাওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী مُدَّ ظِلُّهُ الْعَالِي এবং তাঁর বড় ভাইয়ের বয়সের মধ্যে প্রায় দশ থেকে পনেরো বছরের পার্থক্য ছিল। আমীরে আহলে সুন্নাত তিন ভাই। তাঁর সবচেয়ে বড় ভাইয়ের নাম আব্দুল গণী। তাঁর চেয়ে বড় আরেক ভাইও ছিলেন, যার নাম আব্দুল আযীয, তিনি তাঁর জন্মের আগে শৈশবেই প্রায় ৬ মাস বয়সে ইন্তেকাল করেন। সব ভাই-বোনের মধ্যে আমীরে আহলে সুন্নাত হযরত আল্লামা মাওলানা মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী مُدَّ ظِلُّهُ الْعَالِي সবার ছোট।

ঘরের অভিভাবক

পিতার ইন্তেকালের পর বড় ভাই ঘরের একমাত্র অভিভাবক ছিলেন। শ্রদ্ধেয়া মা-ও ঘরে কিছু পরিশ্রমের কাজ করতেন, যেমন; চীনাবাদাম, ছোলা ছাড়ানো এবং পুরনো তেঁতুল থেকে বিচি বের করার কাজ ইত্যাদি করতেন। তবে আব্দুল গণী সাহেব খারাদারে অবস্থিত "কুতিয়ানা মেমন এসোসিয়েশন"-এ কম্পাউন্ডারের কাজ করতেন এবং সেখান থেকে প্রাপ্ত আয়, যা ৭৫ টাকা মাসিক বেতন ছিল, তা দিয়ে ঘরের খরচ চালাতেন। আমীরে আহলে সুন্নাত একবার বলেছিলেন: আমার মা আমাকে ফজরের নামাযের জন্য উঠিয়ে ভাইয়ের সাথে নামাযের জন্য

www.dawateislami.net

পাঠাতেন এবং আমি আমার বড় ভাইয়ের সাথে বাড়ির কাছের বাদামী মসজিদে নামাযের জন্য যেতাম। **(মলফুযাতে আমীরে আহলে সুন্নাত, খণ্ড ৫, পৃষ্ঠা ২১)**

আহ দুনিয়ার মোহ!

এক ব্যক্তি আমীরে আহলে সুন্নাতের মরহুম ভাই আব্দুল গণী সাহেব থেকে কিছু টাকা ধার নিয়েছিল। সে অসুস্থ হয়ে পড়লে "যতই চিকিৎসা করলো রোগ বাড়তেই থাকল" এই প্রবাদের ন্যায় হলো। সুস্থ হননি এবং যখন মনে হল যে আর বাঁচবে না, তখন আব্দুল গণী সাহেব তাঁর ছোট ভাই (আমীরে আহলে সুন্নাত) এর সাথে হাসপাতালে তার সাথে দেখা করতে গেলেন। বার্ধক্যের শেষ পর্যায় ছিল অথবা ধন-সম্পদের লোভ ও লালসা ছিল, আমীরে আহলে সুন্নাতের ভাইয়ের পক্ষ থেকে টাকার দাবি করার পর ওই লোকটি ডাক্তারকে সম্বোধন করে বলতে লাগলো: ডাক্তার! হে ডাক্তার! তোমার যত টাকা নেওয়ার নিয়ে নাও এবং আমার চিকিৎসা করো। কিন্তু আব্দুল গণী! আমি তোমাকে টাকা দেব না। অবশেষে তিনি মারা গেলেন। আমীরে আহলে সুন্নাতের ঘরে দারিদ্রতা ছিল। তাঁর বড় ভাই মরহুমের ছেলেদের থেকেও টাকার দাবি করেছিলেন, কিন্তু বিশেষ কোনো সাড়া Response না পাওয়ায় আমীরে আহলে সুন্নাত مُدَّ ظِلُّهُ الْعَالِي ঘরে পরামর্শ করে সেই টাকা মরহুমকে ক্ষমা করে দেন। আল্লাহ্ পাক মরহুমের গুনাহ ক্ষমা করুক।

আত্মসম্মানের দাবি

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আফসোস! ঋণ পরিশোধ না করা বা অকারণে বিলম্ব করার রোগ আজকাল খুব বেড়ে গেছে। যখন ঋণ নিতে

www.dawateislami.net

হয়, তখন শতবার চক্কর লাগায় এবং যখন পরিশোধ করতে হয়, তখন নিজে দেওয়ার পরিবর্তে যার কাছ থেকে ঋণ নিয়েছে, তাকে শতবার চক্কর দেওয়ায়, ধাক্কা খাওয়ায় এবং জুতো ক্ষয় করায়। অনেক দুর্ভাগা তো এর পরেও অজুহাত দেখায়, তাল-বাহানা করে এবং ঋণদাতাকে (অর্থাৎ যার কাছ থেকে ঋণ নিয়েছে) নানাভাবে হয়রানি করে। যদি দুনিয়াবী দিক থেকেও দেখা হয়, তাহলে এটা কত খারাপ কথা যে, আপনার কঠিন সময়ে ঋণদাতা আপনাকে ঋণ দিয়ে আপনার পেরেশানি দূর করেছে আর এখন তার ঘরে গিয়ে ধন্যবাদ জানিয়ে তার টাকা ফেরত দেওয়ার পরিবর্তে তাকে ধাক্কা খাওয়ানো হচ্ছে। আল্লাহ পাক এমন লোকদেরকে সঠিক জ্ঞান দান করুক এবং সত্যিকার তাওবা করার তৌফিক দান করুক।

ঋণ পরিশোধ না করা বা তাতে বিলম্ব করা

উলামায়ে কেরাম কোনো শরয়ী বাধ্যবাধকতা ছাড়া ঋণ পরিশোধে বিলম্ব করাকে "জুলুম" বলেছেন। **(মুসলিম, পৃষ্ঠা ৬৫০, হাদীস: ৪০০২)** যখন শরয়ী কারণ ছাড়া ঋণ পরিশোধে বিলম্ব করা জুলুম, তখন কারো কাছ থেকে ঋণ নিয়ে একেবারেই পরিশোধ না করা কত বড় গুনাহ হবে! আজকাল ঋণের নামে মানুষের লক্ষ লক্ষ, এমনকি কোটি কোটি টাকা আত্মসাৎ করা হয়। এখন তো এসব সহজ মনে হচ্ছে, কিন্তু কিয়ামতের দিন অনেক ভারী হবে।

আল্লাহ পাকের প্রিয় ও সর্বশেষ নবী, মক্কী মাদানী, মুহাম্মদে আরবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: (ঋণ পরিশোধের ক্ষেত্রে) সামর্থ্যবান ব্যক্তির গড়িমসি করা জুলুম। **(বুখারী, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ১০৯, হাদীস: ২৪০০)**

www.dawateislami.net

সামর্থ্যবানের ঋণ পরিশোধে গড়িমসি করা তার সম্মান (অর্থাৎ ইজ্জত) নষ্ট করে দেয়। **(বুখারী, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ১০৯, হাদীস: ২৪০০)** অর্থাৎ তাকে মন্দ বলা, তাকে বিদ্রুপ করা ও কটাক্ষ করা জায়েয হয়ে যায়। **(ফতোয়ায়ে রযবীয়া, ২৫/৬৯)**

রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: শহীদ (অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহ পাকের রাস্তায় প্রাণ দিয়েছে) এর সকল গুনাহ ক্ষশ হয়ে যাবে, তবে ঋণ ব্যতীত। **(মুসলিম, পৃষ্ঠা ৮০৬, হাদীস: ৪৮৮৩)**

ফাসিক ও ফাজির, মিথ্যুক, অত্যাচারী ব্যক্তি

ইমামে আহলে সুন্নাত, আলা হযরত ইমাম আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর নিকট ঋণ পরিশোধে আলস্য ও মিথ্যা অজুহাত দেখানো ব্যক্তি যায়েদ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ যা বলেছিলেন, তা কিছুটা সহজ করে উপস্থাপন করা হলো:

তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: যায়েদ ফাসিক ও ফাজির, কবীরা গুনাহকারী, অত্যাচারী, মিথ্যুক এবং আযাবের হকদার। এর চেয়ে বেশি আর কী উপাধি নিজের জন্য চায়? যদি এই অবস্থায় মারা যায় এবং মানুষের ঋণ তার উপর বাকি থাকে, তাহলে তার নেকীগুলো তাদের (অর্থাৎ ঋণদাতাদের) দাবিতে দেওয়া হবে এবং কীভাবে দেওয়া হবে তাও শুনে নিন: আনুমানিক তিন পয়সা ঋণের বিনিময়ে জামাআত সহকারে সাতশ নামায দিতে হবে। যখন এই ঋণখেলাপী ব্যক্তির নিকট নেকী থাকবে না, তখন তাদের (ঋণদাতাদের) গুনাহ তার উপর চাপানো হবে এবং আগুনে নিক্ষেপ করা হবে। **(ফাতাওয়া রযবীয়া, খণ্ড ২৫, পৃষ্ঠা ৬৯)**

www.dawateislami.net

হে মানুষের ঋণ আত্মসাৎকারীরা! কান খুলে শোনে নাও! যদি ঋণগ্রহীতা ঋণ পরিশোধ করতে সক্ষম হয়, তাহলে ঋণদাতার অনুমতি ছাড়া এক মুহূর্তও বিলম্ব করলে গুনাহগার হবে এবং অত্যাচারী বলে গণ্য হবে। রোযা অবস্থায় থাকুক বা ঘুমিয়ে থাকুক, তার নামে গুনাহ লেখা হতে থাকবে। (অর্থাৎ সর্বাবস্থায় গুনাহর মিটার চলতে থাকবে) এবং সর্বাবস্থায় তার উপর আল্লাহ পাকের অভিশাপ পড়তে থাকবে। এই গুনাহ তো এমন যে, ঘুমের অবস্থায়ও তার সাথে থাকে। যদি নিজের জিনিস বিক্রি করে ঋণ পরিশোধ করতে পারে, তবুও করতে হবে। যদি এমন না করে, তাহলে গুনাহগার হবে। যদি ঋণের বিনিময়ে এমন জিনিস দেয় যা ঋণদাতার অপছন্দ, তবুও দাতা গুনাহগার হবে এবং যতক্ষণ না তাকে রাজি করবে, এই জুলুমের অপরাধ থেকে মুক্তি পাবে না। কারণ তার এই কাজ বড় গুনাহের অন্তর্ভুক্ত কিন্তু মানুষ একে সামান্য মনে করে।

(কিমিয়ায়ে সাআদাত, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৩৩৬)

মত দাবা করযা কিসি কা নাবাকার
রুয়ে গা দোযখ মে ওয়ারনা যার যার

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب　　صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

বড় ভাইয়ের বিয়ে

আমীরে আহলে সুন্নাতের বড় ভাইয়ের বিয়ের অনুষ্ঠান সাদামাটাভাবে হয়েছিল এবং বিবাহ সম্ভবত নিউ মেমন মসজিদ (বোল্টন মার্কেট, করাচী)-তে হয়েছিল। আমীরে আহলে সুন্নাতের বাসস্থান তখন গোগলী ওয়ালা বাড়িতে ছিল। বাড়িতে দুটি কামরা ছিল, একটি কামরায় ভাইয়ের পরিবার থাকত এবং অন্য কামরায় মা ও বোনেরা থাকতেন।

www.dawateislami.net

আমীরে আহলে সুন্নাতের বড় ভাই আব্দুল গণী সাহেবের পাঁচ পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করে। (৩ জিলহজ্জ শরীফ ১৪৪৬ হিজরী, ৩০ মে ২০২৫ এই পুস্তিকা লেখার সময় এক পুত্র হাজী ইদ্রিস ছাড়া সব পুত্র জীবিত আছেন।)

কলার খোসা এবং ভাইয়ের ইন্তেকাল

আব্দুল গণী সাহেব ঝাড়ুর কাজ করতেন। প্রথমে বাংলাদেশ থেকে ঝাড়ুর ঘাস আসত, পরে তা আসা বন্ধ হয়ে যায় বা দাম বেড়ে যায়। তখন ভাইজান সেই ধরনের বা একই রকম ঘাস/ ঝাড়ু কেনার জন্য পাকিস্তানের খাইবার পাখতুনখোয়া প্রদেশের "বান্নু" শহরে যেতেন এবং সেখান থেকে মাল বুক করে দিতেন। তারপর ট্রাক ইত্যাদির মাধ্যমে মাল করাচী চলে আসত। এই ব্যবসায়িক কাজেই যখন তিনি করাচী ফিরে আসছিলেন, তখন হায়দ্রাবাদ স্টেশনে পানি পান করার জন্য নামেন। সবে পানি পান করেছিলেন, এমন সময় ট্রেন ছাড়ার হুইসেল বেজে উঠল। পানির পাত্র হাত থেকে পড়ে গেল, তা উপরে রেখে ট্রেনে ওঠার জন্য দৌড়ালেন। পথে পড়ে থাকা কলার খোসায় পা পিছলে গেল এবং ভাইজান ট্রেনের নিচে পড়ে গেলেন। আহ! ট্রেন আমীরে আহলে সুন্নাতের বড় ভাইকে পিষে দিল এবং এই সফর তাঁর জীবনের শেষ সফর হয়ে গেলো। ১৫ মুহাররম শরীফ ১৩৯৬ হিজরী সনে তাঁর দুঃখজনক ইন্তেকাল হয়। আল্লাহ্ পাক মরহুম আব্দুল গণী সাহেবকে বিনা হিসেবে ক্ষমা করুক।

আমাকে ব্যবহার করুন

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এই ঘটনায় আমাদের জন্য বড় "শিক্ষা" রয়েছে। সাধারণত জনসাধারণের রাস্তাঘাট বা গাড়ি, বাস ইত্যাদি স্টেশনে

www.dawateislami.net

আবর্জনা ফেলার জায়গা (Dustbin) থাকে এবং তাতে স্পষ্টভাবে লেখা থাকে: "use me" অর্থাৎ আমাকে ব্যবহার করুন। কিন্তু যাদের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার মানসিকতা কম বা একেবারেই নেই, তারা যেখানে খায় সেখানেই আবর্জনা ফেলে দেয়। ঘর ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান থেকে বের হওয়া আবর্জনা যখন সঠিকভাবে নির্দিষ্ট স্থানে ফেলা হয় না, তখন তা পরিবেশ দূষণের কারণ হয় এবং অনেক সময় অসাবধানতাবশত ফেলা আবর্জনা কারো আহত হওয়া বা জান-মালের ক্ষতির কারণও হতে পারে, যেমনটি আমীরে আহলে সুন্নাতের ভাইয়ের ইন্তেকালের ঘটনা থেকে জানা গেল।

হে আশিকানে রাসূল! যদি আপনারা পথে আসা-যাওয়ার সময় কাউকে কষ্ট প্রদানকারী কোনো জিনিস দেখেন, তাহলে একটু সরে গিয়ে ভালো নিয়তে তা সরিয়ে দিয়ে সদকার সাওয়াব অর্জন করুন। মুসলিম শরীফের হাদীসে রয়েছে: রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক জিনিস সরিয়ে দেওয়া সদকা। **(মুসলিম, পৃষ্ঠা ৩৯১, হাদীস: ২৩৩৫)** ইসলাম আমাদের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার প্রতি উৎসাহিত করে। ঘরে থাকুন বা বাইরে, অফিসে থাকুন বা দোকানে, বাজারে থাকুন বা মার্কেটে, সর্বত্র পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার খেয়াল রাখুন।

রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক জিনিস সরানো

আল্লাহ পাক হযরত মূসা কলিমুল্লাহ عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام কে ইরশাদ করলেন: হে মূসা! যদি তুমি চাও যে, আমি আসমানে ও দুনিয়ার রাস্তায় ফেরেশতাদের সামনে তোমার উপর গর্ব করি, তাহলে মুসলমানদের রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক জিনিস (পাথর, কাঁটা ইত্যাদি) সরিয়ে দিও। **(আল্লাহ ওয়ালো কি বাঁতে, খণ্ড ৬, পৃষ্ঠা ৫৬)**

www.dawateislami.net

রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক জিনিস সরানোর বিষয়ে প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর তিনটি বাণী

(১) যে ব্যক্তি মুসলমানদের রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক জিনিস সরিয়ে দেবে, তার জন্য একটি নেকী লেখা হবে এবং যার জন্য আল্লাহ পাকের কাছে একটি নেকী লেখা হবে, সে সেই নেকীর কারণে জান্নাতে প্রবেশ করবে। **(মুজামুল আওসাত, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১৯, হাদীস: ৩২)**

(২) এক ব্যক্তি কখনো কোনো নেক আমল করেনি, শুধু এইটুকু যে, সে রাস্তা থেকে কাঁটাযুক্ত ডাল সরিয়ে দিয়েছিল। আল্লাহ পাক তার এই আমল কবুল করে তাকে জান্নাতে প্রবেশ করে দিলেন।

(আবু দাউদ, খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ৪৬২, হাদীস: ৫২৪৫)

(৩) সাহাবী রাসূল হযরত আবু বারযাহ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ রাসূল صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে আরয করলেন: হে আল্লাহর নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আমাকে এমন কিছু শিখিয়ে দিন, যা দ্বারা আমি উপকৃত হতে পারি। তখন তিনি صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: কষ্টদায়ক জিনিস মুসলমানদের রাস্তা থেকে সরাতে থাকো। **(মুসলিম, পৃষ্ঠা ১০৮২, হাদীস: ৬৬৭৩)**

হযরত আল্লামা মুফতী আব্দুল মুস্তফা আ'যমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এই হাদীস শরীফের ব্যাখ্যায় লিখেছেন: প্রত্যেক কষ্টদায়ক জিনিস, যেমন; কাঁটা, কাঁচ, হোঁচট খাওয়ার মতো জিনিস, যা দ্বারা পথচারীদের কষ্ট হওয়ার আশঙ্কা থাকে, তা রাস্তা থেকে সরিয়ে দেওয়া খুব সাধারণ কাজ। কিন্তু এই আমল আল্লাহ পাকের এত পছন্দ যে, তিনি এর প্রতিদানে তাঁর দয়া ও অনুগ্রহ দ্বারা জান্নাত দান করেন। আজকালকার মুসলমানরা এই নেক আমলের মহত্ত্ব এবং এর সাওয়াব থেকে একেবারেই উদাসিন। বরং উল্টো

www.dawateislami.net

রাস্তায় কষ্টের জিনিস ফেলে দেয়। যেমন; সাধারণত মানুষ কলা খেয়ে তার খোসা রেলওয়ে স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে ফেলে দেয়। ট্রেন আসার সময় যাত্রীরা দিশেহারা হয়ে ট্রেনে ওঠার জন্য দৌড়ায় এবং কলার খোসায় পা পড়ে পিছলে পড়ে যায় এবং কেউ কেউ গুরুতর আহত হয়। একইভাবে হাড় এবং কাঁচের টুকরা সাধারণত মানুষ রাস্তায় ফেলে দেয়। এই ধরনের কাজ থেকে মুসলমানদের বিরত থাকা উচিত। বরং রাস্তায় কোনো কষ্টদায়ক জিনিস চোখে পড়লে তা রাস্তা থেকে সরিয়ে দেওয়া উচিত। اِنْ شَآءَ الله যদি এই আমল কবুল হয়ে যায়, তাহলে জান্নাত মিলবে। وَاللهُ تَعَالٰى اَعْلَمُ **(জান্নাতের চাবি, পৃষ্ঠা ২০৯-২১০)**

সোনার হাটুবিশিষ্ট ব্যক্তি

মহান তাবেয়ী বুযুর্গ হযরত ইমাম মুহাম্মদ ইবনে সীরীন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: আমি স্বপ্নে সোনার হাটুবিশিষ্ট এক ব্যক্তিকে দেখে জিজ্ঞাসা করলাম: "আল্লাহ পাক তোমার সাথে কীরূপ আচরণ করেছেন?" সে বলল: "আল্লাহ পাক আমাকে ক্ষমা করে জান্নাতে প্রবিষ্ট করেছেন এবং আমার হাটু সোনায় পরিণত করে দিয়েছেন। এর মাধ্যমে আমি জান্নাতে যেখানে ইচ্ছা বিচরণ করি।"

আমি জিজ্ঞাসা করলাম: "এই পরিমাণ দয়া ও অনুগ্রহ কোন আমলের কারণে দান করা হয়েছে?" সে বলল: "আমি রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক জিনিস সরিয়ে দিতাম।" **(আল্লাহ ওয়ালাদের কথা, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৪১৯)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

দুঃখজনক সংবাদ

আমীরে আহলে সুন্নাত তাঁর ভাইয়ের ইন্তেকালের খবরের পরিস্থিতি বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন: মুহাররম শরীফের দিন ছিল, আমি তখন বাইরে কোথাও থেকে খাবার খেয়ে ঘরে এসেছিলাম এবং চায়ের জন্য কেতলি চুলায় রেখেছিলাম মাত্র, এমন সময় দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ হল। বাইরে গিয়ে দেখলাম, সিভিল ড্রেসে (অর্থাৎ সাদা পোশাকে) পুলিশওয়ালা তাঁর কাছে থাকা কাগজ থেকে ভাইজানের ইন্তেকালের এই ভয়াবহ খবর পড়ে শোনাল যে, আপনার ভাই "আব্দুল গণী বিন আব্দুর রহমান" হায়দ্রাবাদে ট্রেন দুর্ঘটনায় ইন্তেকাল করেছেন। আমি যেমন তেমন করে নিজেকে সামলে এবং নিজের হুঁশ নিয়ন্ত্রণে রেখে বোনদের খবর দিলাম। তখন মরহুমা মা ঘরে ছিলেন না। যখন তিনি ঘরে এলেন এবং তাঁকে যুবক ছেলের ইন্তেকালের খবর দেওয়া হল, তখন ঘরে শোকের ছায়া নেমে এল।

(তাযকিরায়ে আমীরে আহলে সুন্নাত, পর্ব: ১৬)

মৃত্যুর সংবাদ জানানোর পদ্ধতি

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমীরে আহলে সুন্নাতের জীবনের এটা প্রথম ঘটনা ছিল, যেখানে তাঁর সামনে ঘরে কেউ ইন্তেকাল করেছেন এবং তিনি অত্যন্ত বিচক্ষণতার সাথে সবাইকে জানিয়েছেন। ঘরের কোনো নিকটাত্মীয়ের ইন্তেকাল হলে, ঘরে থাকা বয়স্ক ব্যক্তি এবং অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনকে জানানোর ক্ষেত্রে অত্যন্ত বিচক্ষণতার সাথে কাজ করা উচিত, নতুবা কখনো কখনো এমনও হয়েছে যে, যুবক ছেলে বা মেয়ের ইন্তেকালের খবর শুনে বৃদ্ধ বা অসুস্থ পিতা-মাতার হার্ট অ্যাটাক হয়ে গেছে, তাঁরাও সেই শোক সহ্য করতে না পেরে দুনিয়া থেকে চলে গেছেন, বেহুঁশ

www.dawateislami.net

হয়ে গেছেন বা কোনো রোগে আক্রান্ত হয়েছেন। তাই ঘরে কোনো গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির মৃত্যুর সংবাদ দেওয়া একটি অত্যন্ত সংবেদনশীল কাজ, বিশেষ করে যখন ঘরে বৃদ্ধ ব্যক্তি এবং শিশুরা থাকে।

যদি কখনো এমন পরিস্থিতি আসে, তাহলে প্রথমে নিজের হুঁশ নিয়ন্ত্রণে রাখুন এবং এমন শব্দ চয়ন করুন যাতে মিথ্যাও না হয় এবং যাদের খবর দিতে হবে তাদের ন্যূনতম কষ্ট বা আঘাত লাগে। নরম ভাষায়, দোয়ামূলক শব্দসহ এমনভাবে জানান যে, এই খবরটি অপরপক্ষের জন্য উদ্বেগজনক (Shocking news) বা ধাক্কার কারণ না হয়। বিশেষ করে বৃদ্ধ ব্যক্তিদের দুর্ঘটনা বা মৃত্যুর পরিস্থিতি ইত্যাদি বিস্তারিত জানানোর পরিবর্তে সংক্ষিপ্ত ও সহজ ভাষায় এভাবে বলুন: "আল্লাহ পাকের হুকুমে অমুকের ইন্তেকাল হয়েছে, আল্লাহ পাক তাকে বিনা হিসেবে ক্ষমা করুক এবং আমাদের ধৈর্য দান করুক।" ঘরে থাকা শিশুদের তাদের মনস্তত্ত্ব অনুযায়ী মৃত্যুর বিষয়ে জানানোর জন্য ভালো পদ্ধতি অবলম্বন করুন, যেমন: "তোমার চাচা/ নানা/ মামা ইত্যাদি ইন্তেকাল করেছেন, আল্লাহ পাকের কাছে দোয়া করো যেন আল্লাহ পাক তাঁকে বিনা হিসেবে ক্ষমা করেন।"

এমনও হতে পারে যে, ঘরের সবাইকে একসাথে খবর না দিয়ে গম্ভীর ও বয়স্ক ব্যক্তিদের একে একে খবর দিন। ঘরে মৃত্যুর খবর বিশেষ করে বয়স্ক ব্যক্তিদের এমন সময় দিন যখন তারা শান্ত পরিবেশে থাকেন। ঘুম বা খাওয়ার সময় মৃত্যুর খবর দিলে হতে পারে যে, তারা খাওয়া-দাওয়া ছেড়ে দেবেন এবং দুঃখে নিজেরাই অসুস্থ হয়ে পড়বেন বা ঘুমাবেন না এবং কেঁদে কেঁদে শোকের প্রভাব হৃদয়ে নিয়ে নেবেন আর তারপর

www.dawateislami.net

শারীরিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে কোনো কঠিন প্রতিক্রিয়া (Reaction) না আসে। যদি খবর দেওয়ার পর আপনার মনে হয় যে, বয়স্ক ব্যক্তি বা শিশুরা মরহুমের দুঃখে বেশি শোকাহত, তাহলে তাদের সাথে বেশি সময় কাটান এবং তাদের সান্ত্বনা দিন ও ধৈর্যের ফযিলত শোনান।

লাশ আনতে হায়দ্রাবাদ যাত্রা

আমীরে আহলে সুন্নাত তাঁর প্রতিবেশী হাজী আব্দুস সাত্তার (মরহুম)-এর সাথে হায়দ্রাবাদ গিয়ে লাশ আনার বিষয়ে কথা বললেন। তিনি প্রতিবেশী হওয়ার সুবাদে ভালো হক আদায় করলেন এবং সাথে যাওয়ার জন্য রাজি হলেন। তারপর একটি সামাজিক সংগঠনের গাড়িতে করে আমীরে আহলে সুন্নাত তাঁর ভাইয়ের লাশ আনতে রাতের বেলায় হায়দ্রাবাদ রওনা হলেন। পরিবারের সদস্যদের জন্য এই শোক কম ছিল না। আমীরে আহলে সুন্নাতের হৃদয় শোকে ভারাক্রান্ত ছিল। সেই সমাজকর্মী কিছু শরীয়ত বিরোধী কথা বলত। আমীরে আহলে সুন্নাত এই সুযোগকে গনীমত মনে করে অত্যন্ত স্নেহপূর্ণ ভঙ্গিতে তাকে নেকীর দাওয়াত দিয়ে সেইসব কথা থেকে তাওবা করার মানসিকতা তৈরি করলেন এবং তাওবা না করলে আখেরাতের আযাবের ভয় দেখালেন। সেই শোকের মুহূর্তে মুখ থেকে বের হওয়া কথাগুলো প্রভাব বিস্তারকারী তীরের মতো তার হৃদয়ে গেঁথে গেল এবং সে সেখানেই গাড়ি চালাতে চালাতে সেইসব বাক্য থেকে রুজু ও তাওবার সৌভাগ্য লাভ করল।

হে আশিকানে রাসূল! আল্লাহ পাক যাদের দ্বারা দুনিয়ায় দ্বীনের বড় কাজ নিতে চান, তাদের শুরু থেকেই নেকীর পথে চালান এবং তাদের সাহায্য করেন। আল্লাহ পাক আমীরে আহলে সুন্নাতকে শৈশব থেকেই মন্দ

www.dawateislami.net

লোক ও মন্দ কাজ থেকে বাঁচার তৌফিক দান করেছেন। اَلْحَمْدُ لِلّٰه এখন দুনিয়া দেখছে যে, লক্ষ লক্ষ মানুষ তাঁর কারণে হেদায়েতের পথ পেয়েছে। তিনি তাঁর ভাইয়ের লাশ আনতে যাওয়ার সময়ও নেকীর দাওয়াতের এই মহান দায়িত্ব ত্যাগ করেননি এবং সেই সমাজকর্মীকে কবর ও আখেরাতের আযাবের ভয় দেখিয়ে তাওবা করতে উৎসাহিত করেছেন। তাঁর মুখ থেকে বের হওয়া প্রভাবশালী বাক্যগুলো তাকে তাওবার তৌফিক দিয়েছে। আহা! নেকীর দাওয়াতের এই মহান দাঈর (অর্থাৎ দাওয়াতদাতার) সদকায় আমাদেরও যেন মানুষের কাছে নেকীর দাওয়াত দেওয়ার অশেষ প্রেরণা লাভ হয়।

মেরে আত্তার কা সদকা ইলাহী, মেরা জযবা কিসি সুরত না কম হো।
সদা করতা রাহোঁ সুন্নাত কি খেদমত, মেরা জযবা কিসি সুরত না কম হো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

হযরত আব্দুল ওহাব শাহ জিলানী رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْه এর মাযার শরীফে হাজিরা

আমীরে আহলে সুন্নাত مُدَّ ظِلُّهُ الْعَالِي জীবনে প্রথমবার করাচী থেকে বাইরে অন্য শহরে গিয়েছিলেন। তাঁর ধারণা ছিল যে, সেখানে রাত কাটাতে হতে পারে, তাই রাত কাটানোর ব্যবস্থা সহ করাচী থেকে রওনা হয়েছিলেন। দিনি হায়দ্রাবাদে বিখ্যাত ওলী আল্লাহ হযরত আব্দুল ওহাব শাহ জিলানী رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْه সম্পর্কে শুনেছিলেন। সমাজকর্মীর সাথে কথা বলে প্রথমে মাযার শরীফে হাজিরী দিলেন এবং তারপর পুলিশ স্টেশনে লাশ (Dead Body) নিতে পৌঁছালেন।

www.dawateislami.net

পুলিশের সততা

পুলিশের আচরণ ছিল খুবই সহানুভূতিশীল। তারা সংক্ষিপ্ত প্রয়োজনীয় আইনি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে এই বলে লাশ (অর্থাৎ মৃতদেহ) এবং মরহুমের পকেট থেকে পাওয়া সমস্ত জিনিসপত্র, নগদ টাকা এবং ঘড়ি ইত্যাদি আমীরে আহলে সুন্নাতের হাতে তুলে দিল যে, আমরা আপনার প্রতি সহানুভূতিশীল, আপনারা দুঃখী, আমরা আপনাদের বেশি সময় নেব না। এই সৌজন্যপূর্ণ আচরণ দেখে আমীরে আহলে সুন্নাতের মনে পুলিশের প্রতি ভালো ধারণা জন্মাল এবং এভাবে হায়দ্রাবাদে রাত কাটানোর প্রয়োজনই হল না এবং রাতের মধ্যেই করাচী ফিরে এলেন।

লাশের গোসল ও জানাযার নামায

দুর্ঘটনায় শহীদ হওয়ার কারণে লাশের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কেটে গিয়েছিল, তাই লাশ ঘরে না এনে মিঠাদরে সেই সামাজিক সংগঠনের অফিসে কাফন ও গোসল ইত্যাদির ব্যবস্থা করা হল। আমীরে আহলে সুন্নাত তখন শহীদ মসজিদ, খারাদরে ইমামতি করতেন। তিনি সেখানেই নিজের মসজিদের বাইরে ভাইয়ের জানাযার নামায পড়ালেন এবং মেওয়া শাহ কবরস্থানে দাফন করা হল।

হে আশিকানে রাসূল! সড়ক দুর্ঘটনায় মারা যাওয়া ব্যক্তি "হুকমী শহীদ", শহীদে হুকমীকে শাহাদাতের সাওয়াব দেওয়া হয়।

(দারুল ইফতা আহলে সুন্নাতের ফতোয়া, ফতোয়া নম্বর: Web-1668)

www.dawateislami.net

নিকটতম বন্ধুর প্রতিক্রিয়া

আমীরে আহলে সুন্নাতের তৎকালীন এক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ বন্ধু হাজী তৌফিক ইঞ্জিনিয়ার সাহেব এবং প্রতিবেশী বিচ্ছু ভাই লেখককে (অর্থাৎ মুহাম্মদ তাহির আত্তারী) জানিয়েছেন যে, আমীরে আহলে সুন্নাতের ভাইয়ের ইন্তেকালের সময় তাঁর হৃদয়ে শোকের পাহাড় ভেঙে পড়েছিল। সেই সময়ের পরিস্থিতি ভাষায় বর্ণনা করা কঠিন, কিন্তু তাঁর ধৈর্য ও দৃঢ়তাকে সালাম যে, তিনি এমন কঠিন পরিস্থিতিতে নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রেখেছেন এবং ধৈর্য ও দৃঢ়তার সাথে নিজের দ্বীনি ব্যস্ততা এবং ঘরের আর্থিক পরিস্থিতিকে Take over করে নিয়েছেন, অর্থাৎ সামলে নিয়েছেন এবং ভালোভাবে ঘরের কাজকর্ম চালিয়ে গেছেন।

তৃতীয় দিবসের পর

আমীরে আহলে সুন্নাত مُدَّ ظِلُّهُ الْعَالِي বলেন: তৃতীয় দিবস (অর্থাৎ তৃতীয়ার কুলখানি)-এর পর যখন সবাই একে একে উঠে চলে গেল এবং রাতের বেলায় আমি একা দরজায় বসেছিলাম, তখন আমার বড় ভাইয়ের অভাব তীব্রভাবে অনুভব করলাম। আমি সেখানেই বসে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলাম। তখন এমন কেউ ছিল না যে, আমাকে সান্ত্বনা দিত বা আমার দুঃখ দূর করত। আলা হযরত ইমাম আহলে সুন্নাত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তাঁর না'তিয়া কালামে লিখেছেন:

আঁখে রো রো কে সু'জানে ওয়ালে,
জানে ওয়ালে নেহী আনে ওয়ালে। (হাদায়েকে বখশিশ, পৃষ্ঠা ১৬০)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

ভাইয়ের উত্তরাধিকার বণ্টন

আমীরে আহলে সুন্নাত অত্যন্ত সতর্ক (অর্থাৎ দ্বীনি বিষয়ে খুব বেশি সতর্কতা অবলম্বনকারী) ব্যক্তি। শৈশবে মরহুম পিতার ইন্তেকালের পর ঘরের উত্তরাধিকার বণ্টন হয়নি, তাতেই মিলেমিশে ঘর চলছিল। যখন বড় ভাইয়ের ইন্তেকাল হল, তখন উত্তরাধিকার বণ্টনের ক্ষেত্রে কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হল।

কেননা এখন উত্তরাধিকারে ভাই-বোনদের সাথে সাথে বড় ভাইয়ের পাঁচজন এতিম সন্তান এবং তাঁর বিধবা স্ত্রীরও অংশ ছিল। আমীরে আহলে সুন্নাত মরহুম পিতার উত্তরাধিকার শরয়ী চাহিদা অনুযায়ী বণ্টন করে শরীয়তের সেই মহান উদাহরণ স্থাপন করেছেন যা অনুসরণযোগ্য (অর্থাৎ আমল করার যোগ্য)। তিনি মুফতীয়ে আযম পাকিস্তান হযরত আল্লামা মাওলানা মুফতী ওয়াকার উদ্দীন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর কাছ থেকে নির্দেশনা নিয়ে শরয়ী পদ্ধতিতে উত্তরাধিকার বণ্টন করেছেন, এমনকি মরহুম ভাইয়ের এতিম সন্তান ও বিধবা স্ত্রীকে কিছু বেশি দিয়েছেন যাতে তাঁর পক্ষ থেকে তাদের কোনো হক বাকি না থাকে। তারপরও এখানেই শেষ নয়, খোদাভীতির এই অবস্থা ছিল যে, কোথাও তাদের হকের ব্যাপারে কোনো কমতি না থেকে যায়, এই সন্দেহ দূর করার জন্য এবং হৃদয়ের প্রশান্তির জন্য নিজের ভাতিজাদের প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর সবার কাছে ক্ষমা চেয়েছেন যে, যদি আমার দ্বারা বণ্টনের ক্ষেত্রে কোনো ভুল হয়ে থাকে তাহলে আমাকে ক্ষমা করে দিন এবং আপনাদেরর মায়ের কাছ থেকেও ক্ষমা করিয়ে দিন।

কিরদার উন কা সুথরা আখলাক উনকা আ'লা,

www.dawateislami.net

ইউহি নেহী হে শুহরা আত্তার কাদেরী কা।

উত্তরাধিকারের মাল বণ্টন করুন

কোনো ব্যক্তির ইন্তেকালের পর তার রেখে যাওয়া মালকে "মিরাস বা উত্তরাধিকার" বলা হয়। কুরআন করীম ও হাদীস শরীফে উত্তরাধিকারের মাসআলাসমূহ বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। যদি ইন্তেকালের পর মরহুমের এতিম সন্তান থাকে, তাহলে তাদের উত্তরাধিকারের ব্যাপারে বিশেষ বিধান রয়েছে এবং তাদের মালে সব ধরনের খেয়ানত থেকে বাঁচার জন্য অত্যন্ত তাকিদ দেওয়া হয়েছে। যেমন পারা ৪, সূরা নিসার আয়াত নম্বর ১০-এ ইরশাদ হয়েছে:

اِنَّ الَّذِیْنَ یَاْكُلُوْنَ اَمْوَالَ الْیَتٰمٰى ظُلْمًا اِنَّمَا یَاْكُلُوْنَ فِیْ بُطُوْنِهِمْ نَارًا ؕ وَ سَیَصْلَوْنَ سَعِیْرًا ﴿۱۰﴾

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: ঐসব লোক, যারা এতিমদের ধন-সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করে, তারা তো তাদের পেটের মধ্যে নিরেট আগুনই ভর্তি করে এবং অনতিবিলম্বে তারা জ্বলন্ত আগুনে যাবে।

হাদীস শরীফে আছে: রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "আমি মেরাজের রাতে এমন এক সম্প্রদায়কে দেখেছি যাদের ঠোঁট উটের ঠোঁটের মতো ছিল এবং তাদের উপর এমন লোক নিযুক্ত ছিল যারা তাদের ঠোঁট ধরে তারপর তাদের মুখে আগুনের পাথর ঢেলে দিত, যা তাদের পেছন দিক থেকে বেরিয়ে যেত। আমি জিজ্ঞাসা করলাম: হে জিবরাঈল عَلَيْهِ السَّلَام! এরা কারা? আরয করলেন: "এরা সেই লোক যারা এতিমদের মাল অন্যায়ভাবে গ্রাস করত।"

(তাহযীবুল আসার লিত্ তাবরী, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৪২৯, হাদীস: ৭২৫)

www.dawateislami.net

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যদি আপনি ঘরের বড় হন এবং ঘরে কোনো ব্যক্তির ইন্তেকাল হয়ে যায়, তাহলে প্রথমে দারুল ইফতা আহলে সুন্নাতের সাথে যোগাযোগ করে অথবা সরাসরি মুফতী সাহেবের কাছ থেকে সময় নিয়ে সাক্ষাত করে উত্তরাধিকার শরয়ী পদ্ধতিতে বণ্টন করার বিষয়ে নির্দেশনা নিন।

দারুল ইফতা আহলে সুন্নাত (দাওয়াতে ইসলামী) এর যোগাযোগ নম্বর: 03117864100)

যোগাযোগের সময়: সকাল ১০টা থেকে বিকাল ৪টা (রবিবার ছাড়া) এবং নামায ও খাবারের বিরতি: দুপুর ১টা থেকে ২টা।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! উত্তরাধিকারের ব্যাপারে খুব বেশি সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন, নতুবা পরবর্তীতে যখন শিশুরা বড় হয়, তখন প্রায়শই সম্পত্তি ইত্যাদি নিয়ে ঝগড়ায় হত্যা ও লুটতরাজ পর্যন্ত পরিস্থিতি পৌঁছে যায়। উত্তরাধিকার সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্যের জন্য মাকতাবাতুল মদীনার পুস্তিকা "উত্তরাধিকারের মালে খেয়ানত করবেন না" পড়ুন। اِنْ شَآءَ اللّٰه الْكَرِيْم অনেক গুরুত্বপূর্ণ দ্বীনি মাসআলা সম্পর্কে শেখার সুযোগ মিলবে। দাওয়াতে ইসলামীর ওয়েবসাইট **www.dawateislami.net** থেকে এই পুস্তিকাটি বিনামূল্যে ডাউনলোডও করা যাবে। সম্ভব হলে মৃত্যু, তৃতীয় দিবস বা চেহলাম অনুষ্ঠানে এই পুস্তিকাটি পড়ে শোনানো হলে আগত ব্যক্তিরা তথ্যের ভান্ডার হাতে পাবে। আল্লাহ্ পাক আমাদের উত্তরাধিকারের মালের অসতর্কতা থেকে বাঁচার তৌফিক দান করুক।

اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

বড় ভাইয়ের কবরে মাহফিল

আমীরে আহলে সুন্নাত مُدَّ ظِلُّهُ الْعَالِي বলেন: মরহুম ভাইয়ের ইন্তেকালের পর আমার খুব অভাব অনুভূত হয়েছিল। একদিকে বাবার না থাকার শোক, আমার ভেতরে ছিল বেদনা ও হৃদয়ের কোমলতা (অর্থাৎ আন্তরিক নম্রতা এবং কান্নার মতো অবস্থা)। আমি প্রায়শই আমার ভাইয়ের কবরে যেতাম এবং আমার বন্ধুদেরও সাথে নিয়ে যেতাম। তখন দাওয়াতে ইসলামী গঠিত হয়নি। আমরা কবরস্থানে গিয়ে না'ত ইত্যাদির মাহফিল করতাম এবং তারপর আমি শনিবারে সেখানে বয়ান করতাম। বারবার নিজের মৃত্যু ও কবরকে স্মরণ করে আমরা অঝোরে কাঁদতাম। اَلْحَمْدُ لِلّٰه আমার সাহচর্য (Company) ভালো ছিল। আমাদের সাথে নামাযী এবং এক-দুজন দাঁড়িওয়ালা ব্যক্তি থাকতেন এবং যে আমাদের সাথে যুক্ত হত, সে রাসূলের সুন্নাত "দাঁড়ি শরীফ" রেখে নিত। আল্লাহ্ পাক আমীরে আহলে সুন্নাতের পিতা-মাতা, ভাই-বোন এবং পরিবারের অন্যান্য মরহুমদের অগণিত ক্ষমা ও মাগফিরাত দান করুক।

اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

ইসালে সাওয়াবের বরকত

আমীরে আহলে সুন্নাত নেয়ামতে কৃতজ্ঞতা সরূপ (অর্থাৎ নিজের উপর হওয়া আল্লাহ পাকের নেয়ামতের প্রকাশ) বলেন: বড় ভাইয়ের ইন্তেকালের পর যখন রমযান শরীফের আগমন হল এবং প্রথম সোমবার শরীফ এল, তখন দুপুরের সময় আমার বড় বোন আমার কাছে কিছু অপ্রত্যাশিত প্রশ্ন করলেন। প্রথম প্রশ্ন ছিল, আপনি কি কাল কবরস্থানে

www.dawateislami.net

গিয়েছিলেন? আমি উত্তর দিলাম: হ্যাঁ। তারপর জিজ্ঞাসা করলেন: আপনি কি মরহুম ভাইজানের কবরে সপ্তাহে কখনো দুইবার তো কখনো তিনবারও হাজিরী দেন? আমি একটু চমকে গেলাম এবং বললাম: হ্যাঁ (আমার চমকানোর কারণ ছিল এই যে, আমার বোন তো শুধু রবিবার সন্ধ্যায় আমার কবরস্থানে যাওয়ার কথা জানতেন এবং রমযান মাসে রবিবার মাগরিবের নামাযের পর আমার ঘরে উপস্থিতির কারণে হয়তো তিনি ভেবেছিলেন যে, আমি কবরস্থানে যাইনি)। আমার বিস্ময় দূর করতে আমার বোন বলতে লাগলেন: আপনি আমার কাছ থেকে যতই লুকান না কেন, মরহুম ভাইজান আমাকে স্বপ্নে সবকিছু বলে দিয়েছেন যে, আপনি কখন কখন কবরস্থানে যান এবং এটাও বলে দিয়েছেন যে, আপনি সেখানে বন্ধুদের সাথে মিলে নাত খানিও করেন।

ভাইজান আমাকে স্বপ্নে তাঁর কবরের অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন যে, যখন আমাকে কবরে রাখা হল, তখন একটি ছোট প্রাণী আমার দিকে ধেয়ে এল। আমি পা দিয়ে জোরে ধাক্কা দিয়ে তাকে সরিয়ে দিলাম। সেই প্রাণীটির সরে যাওয়া মাত্রই ভয়ঙ্কর আযাব আমার দিকে বাড়তে লাগল। প্রায় এমন অবস্থা হয়েছিল যে, সেই আযাব আমার উপর চাপিয়ে দেওয়া হবে, এমন সময় ভাই ইলইয়াসের পাঠানো ইসালে সাওয়াব এসে পৌঁছাল এবং তা আমার ও আযাবের মধ্যে প্রতিবন্ধক হয়ে গেল। যখন আযাব অন্যদিক থেকে বাড়ল, তখন সেখানেও ইলইয়াস ভাইয়ের ইসালে সাওয়াব আড়াল হয়ে গেল। এভাবেই চারদিক থেকে আযাব বাড়ল, কিন্তু প্রত্যেকবার ইসালে সাওয়াব মাঝখানে এসে গেল এবং অবশেষে সমস্ত রাস্তা বন্ধ পেয়ে আযাব আমার কাছ থেকে দূরে চলে

www.dawateislami.net

গেল। আল্লাহর শোকর যে, মরার পর আমার ভাই ইলইয়াস আমার কাজে এল।" দূরে চলে গেল। আল্লাহর শোকর যে, মরার পর আমার ভাই ইলইয়াস আমার কাজে আসল।"

আত্তারী হো, আত্তারী হো, আত্তারী মরো মে
মাহশার মে ভী নিসবত সে মেরা কাম বনা হো

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

বড় ভাই একটি ঘটনা শুনিয়েছিলেন

আমীরে আহলে সুন্নাত مُدَّ ظِلُّهُ الْعَالِي বলেন: বড় ভাই একটি ঘটনা শোনাতেন যে, এক নেতা খুব সংবেদনশীল প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। তিনি নিজের সাথে টাঙ্গাওয়ালাদের সাথে কথা বলার এবং পয়সা ইত্যাদি দেওয়ার জন্য একজন ভৃত্য রাখতেন এবং নিজে তাদের সাথে কথা বলা তো দূরের কথা, শুনতেও পছন্দ করতেন না। কারণ সাধারণত এমন লোকেরা 'আবে-তাবে' জাতীয় অশালীন ভাষা ব্যবহার করে। পাছে তাদের শব্দ কানের মাধ্যমে আমার মস্তিষ্কে বসে না যায় এবং আমার মধ্যেও এমন শব্দ বা ভঙ্গি না এসে যায়। এক আরবী কবি বলেছেন:

عَدْوَى الْبَلِيْدِ اِلَى الْجَلِيْدِ سَرِيْعَةٌ كَالْجَمْرِ يُوْضَعُ فِي الرَّمَادِ فَيَخْمِدُ

অনুবাদ: মুখের দুর্গন্ধওয়ালা ব্যক্তির মন্দ অভ্যাস একজন বুদ্ধিমান ও প্রতিভাবান ব্যক্তির উপর খুব দ্রুত প্রভাব ফেলে। ঠিক যেমন যদি অঙ্গারকে ছাইয়ের মধ্যে রাখা হয়, তাহলে তা ঠান্ডা হয়ে যায়।

(রাহে ইলম, পৃষ্ঠা ২৭)

www.dawateislami.net

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যে যেমন শোনে, সে বারবার তেমনই বলে। যদি আমরা ভালো শুনি, তাহলে اِنْ شَآءَ اللّٰه الْكَرِيْم ভালো বলব। নিশ্চয়ই প্রত্যেক রিক্সা ও বাসের ড্রাইভার অভদ্র ভাষা ব্যবহার করে না, কিন্তু এমনও হয় যে, কখনো কখনো কথাবার্তায় গালিগালাজ ইত্যাদির মিশ্রণও থাকে। নিশ্চয়ই এমন পরিবেশ থেকে নিজেকে এবং নিজের ছেলেমেয়েদের বাঁচানো উচিত, যাতে আমাদের বা আমাদের সন্তানদের মধ্যে এমন মন্দ অভ্যাস না আসে। যদি কখনো এমন লোকদের সাথে সম্পর্ক হয় বা এমন কোনো জায়গায় যাওয়া-আসা, সফর করতে হয়, তাহলে এই কথাবার্তা শোনার পরিবর্তে নিজের মন ও খেয়ালকে ভালো দিকে নিয়ে যান, মদীনার স্মরণে ডুবে যান বা নাতে মোস্তফা صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم শুনতে থাকুন।

আয়ে না মুঝে ওয়াসওয়াসে অউর গন্দে খেয়ালাত
দেয় যেহেন কা অউর দিল কা খোদা কুফলে মদীনা

(ওয়াসায়েলে বখশিশ, পৃষ্ঠা ৯৫)

আমীরে আহলে সুন্নাত مُدَّ ظِلُّهُ الْعَالِي এর বড় ভাইয়ের শোনানো একটি শিক্ষামূলক ঘটনা দিয়ে শুরু হওয়া এই পুস্তিকাটি বড় ভাইয়েরই শোনানো আরেকটি শিক্ষামূলক ঘটনা দিয়ে শেষ হচ্ছে। আল্লাহ্ পাক ভুলত্রুটি ক্ষমা করুক এবং আমার, আমার পিতা-মাতা ও পরিবার-পরিজনের বিনা হিসেবে ক্ষমা করুক। اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

আমীরে আহলে সুন্নাতের পরিবারের মরহুমদের ইন্তেকালের তারিখ

নাম	মৃত্যুর তারিখ
আমীরে আহলে সুন্নাতের পিতা হাজী আব্দুল রহমান	১৪ যিলহজ্জাতুল হারাম ১৩৭০ হিজরী
মাতা আমিনা বিবি	১৭ সফরুল মুজাফফর ১৩৯৮ হিজরী
বড় ভাই আব্দুল গণী	১৫ মুহাররম শরীফ ১৩৯৬ হিজরী
বড় ভাই আব্দুল আযীয	****
বড় বোন ফাতিমা বিনতে হাজী আব্দুল রহমান, যিনি ফুফু আম্মা নামে পরিচিত ছিলেন	২৬ যিলহজ্জাতুল হারাম ১৪৩৯ হিজরী অনুযায়ী ৭ সেপ্টেম্বর ২০১৮
বড় বোন জোহরা বিনতে হাজী আব্দুল রহমান	২ জমাদিউল উখরা ১৪৪১ হিজরী অনুযায়ী ২৮ জানুয়ারী ২০২০
বড় বোন খাদিজা বিনতে হাজী আব্দুর রহমান	****
বড় বোন জয়নাব বিনতে হাজী আব্দুর রহমান	****

কাদেরিয়া সিলসিলায় মুরীদ ও তালেব হওয়ার বরকত!

গাউসে পাক শায়খ আব্দুল কাদের জিলানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: আল্লাহ পাক আমার সাথে ওয়াদা করেছেন যে, আমার মুরীদদের জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। **(বাহজাতুল আসরার, পৃষ্ঠা ১৯৩)**

اَلْحَمْدُ لِلّٰه শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত হযরত আল্লামা মাওলানা মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী مُدَّ ظِلُّهُ الْعَالِي এই যুগের

www.dawateislami.net

একজন মহান ইলমী ও রূহানী ব্যক্তিত্ব, যাঁর বরকতে হাজার হাজার কাফির মুসলমান হয়েছে এবং লক্ষ লক্ষ মুসলমানের জীবন বদলে গেছে এবং তারা সুন্নাতের পথে চলতে শুরু করেছে। আমার আপনাকে সহানুভূতিশীল মাদানী পরামর্শ এই যে, আপনিও আমীরে আহলে সুন্নাত مُدَّ ظِلُّهُ الْعَالِي র মাধ্যমে সায়্যিদী হুযুরে গাউসে পাক শায়খ আব্দুল কাদের জিলানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর মুরীদ হয়ে যান। যদি আপনি আগে থেকেই কোনো পীরে কামিলের মুরীদ হয়ে থাকেন, তাহলে বরকত অর্জনের জন্য তালেব হয়ে যান। اِنْ شَآءَ الله! দুনিয়া ও আখেরাতে এর অনেক বরকত নসীব হবে। নিজের পরিবার একদিনের শিশুকেও অভিভাবকের অনুমতিতে বায়াত করানো যাবে। ইসলামী বোনদের বায়াতের জন্য স্বামীর অনুমতির প্রয়োজন নেই। মাসিকের দিনগুলোতেও বায়াত হওয়া যাবে।

সুনা লা তাখাফ তেরা ফরমানে আলী!
গোলামো কি ঢারিস বন্ধি গাউসে আযম

(কাবালায়ে বখশিশ, পৃষ্ঠা ১৮০)

হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে মুরীদ হোন!

মুরীদ হওয়ার জন্য বা অন্য কাউকে মুরীদ করানোর জন্য তার নাম, পিতার নাম এবং বয়স লিখে +923212626112 নম্বরে হোয়াটসঅ্যাপ করুন। ★ এই নম্বরে কল রিসিভ করা হয় না, শুধু টেক্সট মেসেজের মাধ্যমে এই বিবরণ পাঠান।

www.dawateislami.net

সূচীপত্র

প্রথমে এটি পড়ুন.....১
খলীফায়ে আমীরে আহলে সুন্নাতের দোয়া:..... ২
দরূদ শরীফের ফযীলত..... ২
কাল্পনিক উদাহরণ..... ৩
আমীরে আহলে সুন্নাতের পরিবার..... ৫
ঘরের অভিভাবক..... ৫
আহ দুনিয়ার মোহ!..... ৬
আত্মসম্মানের দাবি..... ৬
ঋণ পরিশোধ না করা বা তাতে বিলম্ব করা.....৭
ফাসিক ও ফাজির, মিথ্যুক, অত্যাচারী ব্যক্তি..... ৮
বড় ভাইয়ের বিয়ে..... ৯
কলার খোসা এবং ভাইয়ের ইন্তেকাল.....১০
আমাকে ব্যবহার করুন.....১০
রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক জিনিস সরানো.....১১
রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক জিনিস সরানোর বিষয়ে প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর তিনটি বাণী.....১২
সোনার হাটুবিশিষ্ট ব্যক্তি..... ১৩
দুঃখজনক সংবাদ.....১৪
মৃত্যুর সংবাদ জানানোর পদ্ধতি.....১৪
লাশ আনতে হায়দ্রাবাদ যাত্রা..... ১৬
হযরত আব্দুল ওহাব শাহ জিলানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه এর মাযার শরীফে হাজিরা.....১৭
পুলিশের সততা..... ১৮

www.dawateislami.net

লাশের গোসল ও জানাযার নামায..... ১৮
নিকটতম বন্ধুর প্রতিক্রিয়া.....১৯
তৃতীয় দিবসের পর ১৯
ভাইয়ের উত্তরাধিকার বণ্টন..... ২০
উত্তরাধিকারের মাল বণ্টন করুন.....২১
বড় ভাইয়ের কবরে মাহফিল ২৩
ইসালে সাওয়াবের বরকত..... ২৩
বড় ভাই একটি ঘটনা শুনিয়েছিলেন ২৫
আমীরে আহলে সুন্নাতের পরিবারের মরহুমদের ইন্তেকালের তারিখ ২৭
কাদেরিয়া সিলসিলায় মুরীদ ও তালেব হওয়ার বরকত! ২৭
হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে মুরীদ হোন! ২৮

www.dawateislami.net

আগামী সপ্তাহের পুস্তিকা

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

হেড অফিস : ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৭১৪১১২৭২৬

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭

আল-ফাতাহ্ শপিং সেন্টার, ২য় তলা, ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল ও বিকাশ নং: ০১৮৪৫৪০৩৫৮৯

কাশারীপট্টি, মাজার রোড, চকবাজার, কুমিল্লা। মোবাইল: ০১৭৯৪৭৮১৩২৬

পুরাতন বাবুপাড়া ফয়যানে শাহজালাল মসজিদ নিয়ামতপুর, সৈয়দপুর, নীলফামারী। মোবাইল: ০১৮৭৬৮৪৫০৩৪

E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com, banglatranslation@dawateislami.net, Web: www.dawateislami.net